দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

060

শিক্ষাঙ্গন

শিক্ষক স্বল্পতা

শিক্ষা যেমন জাতির মেরুদণ্ড তেমনি শিক্ষকও শিক্ষার মেরুদণ্ড। "মেরুদণ্ডবিহীন জাতি যেমনি অসাড় ও অচল, শিক্ষকবিহীন শিক্ষাও তেমনি নিষ্প্রাণ ও নিশ্চল"— এ কথাটি শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের কারো অজানা নয়। তবুও দেশের প্রায় সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই কম-বেশী শিক্ষক সংকট বিদ্যমান। কোন কোন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখায় মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। আবার কোথাও প্রয়োজনীয় শিক্ষকের অভাবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার প্রসার অনুপাতে আমাদের শিক্ষার মান দিন দিন নীচে নেমে যাচ্ছে তার অন্যতম কারণ উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। অথচ তা নিয়ে শিক্ষা কর্তৃপক্ষের বিশেষ কোন উদ্বেগ নেই। শিক্ষক স্বল্পতা শুধু একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যাপার হলে বলার কিছু ছিলো না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তা নয়। খোঁজ নিলে দেখা যাবে এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম, যেগুলো প্রয়োজনীয়সংখ্যক শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। বেসরকারী তো বটেই এমনকি সরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এ সংখ্যাও খুব বেশী নয়। প্রায় প্রতিদিনই সংবাদপত্রে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক স্বল্পতা সম্পর্কিত খবরা-খবর প্রকাশিত হচ্ছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টিকে কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়া হয় না। যদি দেয়া হতো তাহলে একই খবর বারবার শুনতে হতো না। যে দেশে কর্মসংস্থানের সমস্যা এমন প্রকট এবং কর্মসংস্থানের অভাবে অসংখ্য মানুষ বেকার সে দেশেই কি-না এভাবে বছরের পর বছর নানা ক্ষেত্রে শূন্যপদের খবর চোখে পড়ে। মনে হয় সামান্য দায়িত্ববোধ থাকলেও এমন হতে পারত না।

আর প্রশাসনিক জটিলতাও এ ব্যাপারে কম দায়ী নয়। একদিকে শূন্যপদ পড়ে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলো প্রয়োজনীয় সেবার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছে অন্যদিকে বেকার সমস্যায় জর্জরিত শিক্ষিত যুবকরা কর্মসংস্থানের অভাবে হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে। সমস্যাটির যথার্থ ও প্রকৃত সমাধান কেবল কর্তব্য ও দায়িত্ববোধের আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে সামগ্রিক পরিস্থিতিটি উপলব্ধি করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা জ্ঞান আহরণের জন্যই শিক্ষকদের শরণাপন্ন হয়। জানা-বুঝা ও শেখার জন্য যদি পাঠ্যবই-ই যথেষ্ট হতো তাহলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার কোন প্রয়োজনই ছিল না, দরকার ছিলো না লাখ লাখ টাকা খরচ করে স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন নির্মাণ করা। পঠিতব্য বিষয়াদির সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেয়ার জন্যই শিক্ষকদের প্রয়োজন। শিক্ষকরাই শিক্ষাদানের মাধ্যমে দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য করে তুলেন। এক কথায় বলা যায় বিদ্যা বা জ্ঞানার্জনে শিক্ষকরা ছাত্র-ছাত্রীদের 'গাইড' বা 'হেল্পিং হ্যাণ্ড' হিসেবে কাজ করে থাকেন। এ কাজটা যত সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে ততই ছাত্রদের জন্য মঙ্গল, আর এ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্যেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলেই ছাত্র-ছাত্রীদের লক্ষ্য পূর্ণ হয় না, যদি না সেখানে শিক্ষা গ্রহণের পর্যাপ্ত সুযোগ থাকে। বিশেষ করে উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষক থাকা খুবই জরুরী। যেখানে চারজন শিক্ষক দরকার সেখানে একজন বা দুজন দিয়ে পড়াশুনা চালানোর পরিণাম যে সুখকর হতে পারে না তা বলাই বাহুল্য। অবিলম্বে শিক্ষক স্বল্পতার বিষয়টি দূরীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নিতে পারলে এই সমস্যা ভবিষ্যতে আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। তাই অচিরেই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক সমস্যা সমাধানকল্পে আশু উদ্যোগ গ্রহণ অত্যাবশ্যক।

—মুহাম্মদ আব্দুল মুনিম খান (নোমান)

সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। বর্তমানে এই সত্যকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে শিক্ষার মাধ্যমগুলোর উন্নয়নের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিক্ষা প্রসারের মাধ্যম হিসেবে লাইব্রেরীর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এদিকেও সরকারের প্রশংসনীয় পদক্ষেপ জনমনে আশার সঞ্চার করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাবলিক লাইব্রেরী অধিদপ্তর। এই অধিদপ্তরের আওতায় বাংলাদেশ পরিষদকে রূপান্তরিত করা হয়েছে জেলা সরকারী পাবলিক লাইব্রেরীতে। অনতিবিলম্বে উপজেলা পর্যায়েও সরকারী পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠিত হবে বলে সুধীজনের আকাঙ্ক্ষা। বেসরকারীভাবে লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার অনুপ্রেরণা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রতি বছর ব্যয় করা হচ্ছে যথেষ্ট অর্থ। ১৯৮৬-৮৭ সালে এই খাতে ব্যয় হয়েছে পয়ত্রিশ লাখ টাকা। সরকারের এই মহৎ প্রচেষ্টার বাস্তবায়নের দায়িত্ব পাবলিক লাইব্রেরী অধিদপ্তরের। এই অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণের বাস্তব দৃষ্টিভংগীও সঠিক পদক্ষেপই। এই গুরুত্বপূর্ণ বিভাগটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জন্য বিশেষ কল্যাণ বয়ে আনতে পারে বলে আমাদের বিশ্বাস।

জনগণের যেখানে দৃঢ় আশা, জেলা পর্যায়ের লাইব্রেরীগুলোকে দ্রুত উন্নয়ন ও সঠিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে উপজেলা পর্যায়ে সম্প্রসাতি করা হবে। সে ক্ষেত্রে কর্মকর্তাগণ আজ নবগঠিত জেলাসমূহের সরকারী পাবলিক লাইব্রেরীগুলোকে পুরোনো জেলাসমূহের মর্যাদায় উন্নীত করার কোন পদক্ষেপই নেননি। পুরোনো জেলাসমূহে যেখানে সহকারী লাইব্রেরীয়ান নতুন জেলায় সেখানে জুনিয়র লাইব্রেরীয়ান। পুরোনো জেলায় ৪ জন কর্মচারী আর নতুন জেলায় ৩ জন। পদ বিবেচনায় বেতন বৈষম্যও অনেক। এমতাবস্থায় নতুন জেলাসমূহে বাঞ্ছিত ফল লাভের আশা করা অমূলক।

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও সরকারী দায়িত্বশীল মহলের নিকট আমাদের প্রত্যাশা এই যে, নতুন জেলায় প্রতিষ্ঠিত সরকারী লাইব্রেরীগুলোকে যথার্থভাবে জেলার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে ও এর সমস্যাবলী দূর করে অচিরে এর সঠিক উন্নয়ন দ্বারা জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটাবেন।

—ই, আলী